দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... ২২ MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...
22 MAY 2016

কৃষি শিক্ষাকে আবশ্যিক করা হোক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে কৃষিশিক্ষা ঐচ্ছিক (চতুর্থ) বিষয়ের গ্রুপে দিয়েছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা কৃষিশিক্ষা পড়তে চায় না। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিশিক্ষা অবহেলিত হয়েছে। কৃষি কারিগরি ও প্রায়োগিক হওয়ায় কৃষির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে কৃষি খামার, হাঁস-মুরগির খামার, গবাদিপশুর খামার, ফুল, ফল, শাক-সবজি চাষসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদন করা সম্ভব। কৃষি কাজ করে ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রী এবং উচ্চশিক্ষিত সকলেই বেকারত্ব দূর করতে পারে। অন্যদিকে দেশে কৃষিপণ্যের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে কৃষিশিক্ষায় ব্যবহারিক নম্বর ৪০ থেকে কমিয়ে ২৫ করা হয়েছে। এটা করাও ঠিক হয়নি। গত ২০ এপ্রিল কৃষক লীগের ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কৃষিতে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঐ খামারে নিয়ে যেতে হবে এবং ব্যবহারিকে নম্বর বাড়িয়ে দিতে হবে যাতে কৃষিশিক্ষাকে কেউ খাটো করে দেখতে না পারে।

দেশের বেকারত্ব ও দারিদ্র্যতা দূরসহ সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে কৃষিশিক্ষা সকল গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবশ্যিক অথবা নৈর্বাচনিক করা প্রয়োজন। অতএব বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন করছি।

কৃষিবিদ ফরহাদ আহাম্মেদ
সহকারী অধ্যাপক (কৃষি শিক্ষা),
শহীদ জিয়া মহিলা কলেজ, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল